ঘুঘুর ভাই ফাঁদ

ঃ লেখা ও রেখা – মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

সে অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে---

এক তাঁতী বাস করত।

তার ছিলো দুটি ছেলে। বড় ছেলের নাম ঘুঘু ছোট ছেলের নাম ফাঁদ। তাঁতী খুব গরীব ছিল।

শোনো, বড় খোকা, টাকা-পয়সার বড় অভাব, আমাদের। কেমন করে তোমাদের ভাত জোগাড় করবো বুঝতে পারছি না।

পরের দিন সকালে ঘুঘু চাকরীর চেষ্টায় বিদেশ যাত্রা করলো

তুমি আমার বড় ছেলে। চাকরী করার সময় হয়েছে। তুমি ভালো চাকরী করে, বাড়ী ফিরে এসো

অনেক রাস্তা চলার পরে এক খামারওলার সঙ্গে ঘুঘুর দেখা হল।

ওহে ছোকরা-কোথায় যাচ্ছ?

কাজ কর্মের চেষ্টায় বিদেশ যাচ্ছি

লোকটি কিন্তু আসলে একজন শয়তান।

তুমি আমার কাছে কাজ করবে?

হাঁ করবো। কত মাইনে দেবেন?

যতদিন না বসন্তের কোকিল ডাকবে, ততদিন তোমাকে আমার খামারে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যদি তাই করতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে এক ধামা টাকা দেব।

ইস্। এতো খুব ভালো মাইনে।

শোন, আরও একটি শর্ত আছে। আমার ওখানে কাজ করতে হলে, সব সময়ে হাসি মুখে কাজ করতে হবে।

ঠিক আছে আমি রাজি।

যদি তুমি আমার ওপর রাগ করো তবে এক টাকাও পাবে না। আর আমি যদি তোমার ওপর রাগ করি তবে আমি তোমাকে দু ধামা টাকা দেব।

বাঃ-বাঃ! ভারী মজার শর্ত তো? আমি খুব খুসী হয়ে এই শর্ত মেনে নিচ্ছি।
আমার কাজ খুব শক্ত। এটা মনে রেখে কথা দাও।

কি যে বলেন! আমার কাছে কোন কাজই শক্ত নয়। আমি খুব পরিশ্রম করতে পারি।
বেশ। তবে উঠে এসো আমার গাড়ীতে।

(চলবে)

ঘুঘু গাড়িতে উঠলো।

আপনার নামটা জানতে পারি কি?

হ্যাঁ, কেন জানতে পারবে না! হরন দাস

ওরা রাত্রিবেলা বাড়ী পৌঁছুলো। হরনদাস ঘুঘুকে কিছু খেতে না দিয়েই, ঘুমের ব্যবস্থা করে দিল।

এখন ঘুমাও। ভোর বেলায় উঠে, মাঠে ধান ঝাড়তে যাবে।

ঘুঘু পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই মাঠে, কাজে লেগে যায়।

ইস্‌, কী ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে! হরণ-দাস যে কখন খেতে ডাকবে?
বেলা যখন পড়ে এলো, তখন ঘুঘু ক্ষিধেয় আর থাকতে না পেরে হরণদাসের বাড়ির দিকে যায়।
গিয়ে দেখে, হরণদাস, ছেলে মেয়ে সকলে খুব মজা করে খাচ্ছে।
এই যে ঘুঘু! তোমার কি খুব ক্ষিধে পেয়েছে?

(চলবে)

হ্যাঁ, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। কাল দুপুর থেকে কিছুই খাই নি।

ঐযে, ঐ দেয়ালে কি লেখা আছে, পড়ে দেখ।

কাল সকালে খেতে পাবে।

হ্যাঁ ঠিক পড়তে পেরেছ। 'কাল সকালে খেতে পাবে'। তোমার কি খুব রাগ হচ্ছে?

হরণদাসের কথা শুনে ঘুঘুর দারুণ রাগ হল। কিন্তু শর্তের কথা মনে করে বলল. . . . .

না-না-, আমার মোটেই রাগ হচ্ছে না।

ঘুঘু সন্ধ্যা পর্যন্ত ধান ঝাড়ল।
তারপর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল....
কাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরা ভালো। হরনন্দাস হয়ত আমাকে পরীক্ষা করছে।
পরের দিনও ঘুঘু খুব ভোর থেকে মাঠে গিয়ে কাজ করল। তারপর হরনন্দাসের বাড়ীর দিকে এলো।
তোমার কি খুব খিদে পেয়েছে?
হাঁ, মশাই খিদে পেয়েছে

(ক্রমশ)

এতে লেখা আছে - কাল সকালে খাবার পাবে। কিন্তু সেই 'কাল' তো আজ?

আমার মনে হচ্ছে, ঘুঘু তুমি ভীষণ রেগে গেছ।

হ্যাঁ। আমি দারুণ রেগে গেছি!

দুদিন যাবৎ আমি না খেয়ে কাজ করছি। এতে রাগ না হলে আর কিসে হবে?

হ্যাঃ... হ্যাঃ...! আমি তোমাকে রাগাতে পেরেছি। তুমি এক্ষুনি চলে যাও। শর্ত অনুযায়ী তুমি এক পয়সা মাইনে পাবে না।

ঘুঘু রাগে আর মনের দুঃখে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

গিন্নী, আমি কেমন চালাক দেখলে তো? ওকে দিয়ে, বিনে পয়সায় একদিনের কাজ করিয়ে নিলাম।

ঘুঘু বাড়ী গিয়ে বাবা, মাকে সব কথা বলল।

এক পয়সা মাইনেও দেয়নি, খেতেও দেয়নি।

খেতেও দেয়নি?

আমার মনে হয়, ঘুঘুকে হরনদাস পরীক্ষা করছিলো।

(চলবে)

ঠিক কথা। ঘুঘু আরও দুটোদিন অপেক্ষা করলে মারতে।

ফাঁদ তাড়াতাড়ি বাবার কাছে গিয়ে বলে----

বাবা, আমি হরনদাসের বাড়ীতে যাবো, কাজ করতে।

তুমি কাজ করতে যাবে কি? তুমি বড় ছেলেমানুষ।

তার ওপর তুমি ভীষণ বোকা। মার আর দুষ্টুমিতে তোমার জুড়ি নেই।

হাঁ ঠিক বলেছ। তুমি বাপু বড় দুরন্ত। ওখানে গিয়ে কাজ নেই। কি করতে কি করবে।

তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমি ঠিক মত কাজ করে, টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ী ফিরে আসব।
যেতে যখন চাইছ, যাও। কিন্তু কোন বিপদ ঘটিয়ে বসো না যেন।
ফাঁদ হরনন্দাসের বাড়ী যাওয়ার জন্যে রওনা দিল।
আমি শিগ্গীর ফিরে আসছি।

(চলবে)

অনেক রাস্তা হাঁটার পরে হরনদাসের সঙ্গে ফাঁদের দেখা হল।
ওহে--খোকা---! বলি কোথায় যাওয়া হচ্ছে?
আমি চাকরির চেষ্টায় ভিন্ দেশে যাচ্ছি।
তুমি ছেলেমানুষ! কোথায় আর ঘুরবে? আমার কাছে চাকরি করবে?

কেন করব না? আমি তো কাজের চেষ্টায় বেরিয়েছি কত মাহিনা দেবেন?
বসন্তের কোকিল ডাকা পর্যন্ত, তুমি আমার কাছে যদি কাজ করতে পারো, তবে আমি তোমাকে এক ধামা টাকা দেব। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, আমার কাজ খুব কঠিন হবে।
ইস এ তো বেশ ভালো মাহিনা। আর শক্ত কাজকে আমি ভয় করি না।
আরও একটা কথা। আমার কাছে কাজ করতে হলে বাবু হাসি মুখে কাজ করতে হবে।

(চলবে)

ভারী মজার শর্ত তো! কিন্তু মাইনেটা খুব ভালো। আমি আপনার কাছে কাজ করব।

হরনদাসের বাড়ীতে---

এখানে বেশ ভালো করে ঘুমাও। খুব ভোর বেলায় উঠে ধান ঝাড়তে যাবে।

ফাঁদ ভোর পাঁচটায় উঠে কাজ করতে লাগল।

----কাজ করতে করতে সূর্য মাথায় উঠলে, ফাঁদ হরনদাসের বাড়ীর দিকে চলল

আমি ঠিক সময় মত এসে গেছি। নয় কি?

কিন্তু ঐ দেয়ালে কি লেখা আছে পড়ে দেখ।

(চলবে)

কিন্তু কাল তো আর একটা আলাদা দিন। কালকের খাওয়া কালকে খাবো। আজকে যে আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে?

খিদে পেয়ে থাকে তো ধান মুখে দিয়ে থাক গে।

ঠিক আছে। ওতেই আমার চলবে। আপনার মত দয়ালু লোক আমি আর দেখিনি।

ফাঁদ একটা বস্তার মধ্যে ধান ভরে নিয়ে গ্রামের সরাইওলার কাছে গেল।

এই ধানের বদলে আমাকে এক থালা মাছ-ভাত দেবে?

হাঁ-হাঁ-। নিশ্চয়ই দেব। এই ধানের বদলে তোমাকে আমি রাত্রের খাবারও দেব

তিন দিন হয়ে গেল। হরনদাস দেখল, ফাঁদ খুব মন দিয়ে কাজ করছে।

ফাঁদ, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?

না-না-। রাগ করব কেন?

তিন দিন যাবৎ তুমি কিছু খাও নি। একটা কথা মনে রেখ, কাল কখনও আজ হবে না, তুমিও খেতে পাবে না।

কে বলল, খেতে পাব না? আমি তো বেশ ভালো ভাবে খেতে পাচ্ছি। রোজ এক থলে ধানের বদলে সবাই ওরা আমাকে খেতে দেয়।

(চলবে)

তুমি আমার ধানগুলি সরাই ওলাকে দিয়ে, ভাত খাচ্ছ?

হ্যাঁ আমি পেট ভরে দু বেলা মাছ ভাত খাচ্ছি। আপনি কি আমার ওপর রাগ করছেন?

না...না...! রাগ করি নি।

ফাদটা দেখছি ভারী চালাক। ওকে জব্দ করতে না পারলে, আমার দু ধামা টাকা চলে যাবে।

পরের দিন সকালে ----

আজকে তুমি এই মাঠে লাঙ্গল চষবে।

আমার কুকুর যেখান দিয়ে যাবে সেখানেই তুমি লাঙ্গল দেবে। আজকের মধ্যেই মাঠ চষে ফেলা চাই।

কুকুরটা ভারী কুঁড়ে, কিছুতেই নড়তে চায় না।

না-। এমন করলে কিছুতেই আজকে মাঠটা লাঙ্গল দিয়ে শেষ করতে পারব না। এটাকে কেমন করে নড়াতে হয় দেখাচ্ছি।

(চলবে)

তারপর যাঁদ একটা ভাঙ্গা ডাল দিয়ে কুকুরটাকে
মারতে আরম্ভ করল।

মার খেয়ে কুকুরটা দারুন ছুটতে লাগল। আর যাঁদ তার পিছনে পিছনে লাঙ্গল
চালাতে লাগল।

কুকুরটা বনের ভেতর পালাল। আপদ গেল। এখন আমি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারব।
সেদিন রাত্রে - - -
ফাঁদ, আমার কুকুরটাকে কোথায় রেখে এলে ?
কুকুরটা যেখান দিয়ে গেছে, আমি সেখান দিয়ে লোচেলে চষেছি কিন্তু বনের মধ্যে ও' কোথায় যে গেল, দেখতে পেলাম না
তার মানে— কুকুরটাকে ফাঁদ তাড়িয়েছে। তবু আমি ফাঁদের ওপর রাগ করব না। দু'ধামা টাকা ওঁকে কিছুতেই দেব না।

(চলবে)

পরের দিন সকালে

এই ভেড়াগুলি হাটে নিয়ে যাও। এগুলি সব বিক্রী করে তবে বাড়ী ফিরবে। টাকা পয়সা সব হিসেব করে আমার হাতে দেবে।

আর একটি কথা মনে রাখবে—আমার ভেড়াগুলি যেদিক দিয়ে যাবে, তুমিও সেই দিক দিয়ে যাবে।

ফাঁদ হাটের দিকে চলল। ওগুলি যেদিকে ছুটল ফাঁদও সেই দিকে পিছনে পিছনে চলল।

পথে যাদের সঙ্গে দু'জন ভেড়ার ব্যবসাদারের সঙ্গে দেখা হল।

বা: ভেড়াগুলি কি সুন্দর!

এগুলি বিক্রীর জন্যে হাটে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা কিনবেন?

হাঁ আমরা সবগুলিই কিনতে চাই।

এই বড়টা ছাড়া আমি সব বিক্রী করব। বড় ভেড়াটা একটি গরীব বুড়িকে দান করব।

(চলবে)

আহা: ! তুমি কি ভালো ছেলে। তোমার মত সব ছেলেই যদি গরীব দু:খীর কথা ভাবতো !

বাছা এই নাও, তোমাকে কিছু বেশী টাকা দিচ্ছি। তুমি সেই গরীব বুড়িকে দিও।

ফাঁদ সেই বুড়ির বাড়ীর দিকে চলল।

পথের পাশে একটা খানা ছিল। ভেড়াটা হঠাৎ পা ফসকে খানার পাঁকে পড়ে গেল।

হরনদাস তো বলেছিল—ভেড়া যে পথে যেতে চায়, সেই পথে যেতে দিতে। আমি তাই করেছি

আমার কি দোষ? আমি একে এখানে রেখেই হরনদাসের কাছে যাই।

ফাঁদ হরনদাসের বাড়ী এসে বলল—

এই নিন! এখানে সব ভেড়াগুলি বিক্রী করে যা টাকা পেয়েছি সেই টাকা

কিন্তু সব থেকে বড় ভেড়াটা খানার পাঁকে ডুবে গেছে।

(চলবে)

কি সর্বনাশ! আমার সব থেকে ভালো ভেড়াটা ডুবিয়ে দিয়ে এলে!

হরণদাস সেই খানার দিকে ছুটে চলে

ফাঁদ– আমার সঙ্গে এসো। ভেড়াটা তুলতে হবে।

হরণদাস ভেড়াটাকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে শুয়ে পড়ে মাটির ওপর।

ফাঁদ, আমার পাদুটো শক্ত করে ধরে থাক।

হঠাৎ ফাঁদের হাত ফসকে হরনদাস খানায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল।
এই যাঃ/হাত ফসকে গেল।
অনেক কষ্টে হরনদাস উঠে এলো।
হাত ছেড়ে দিলে কেন?
ছাড়ি নি তো। ফসকে গেল যে। আপনি রাগ করছেন?

(চলবে)

না-- না--রাগ করব কেন? তুমি আমায় একটু ধরো।

ফাঁদ হরনন্দাসকে টেনে তুলল।

শেষে হরনন্দাস বাড়ী ফিরে ----

ওগো শুনছ-। ফাঁদের জ্বালায় আমার জীবনটা যে আর থাকে না। দেখ হতচ্ছাড়া আমার হাল কি করেছে!

হায় ভগবান। একী কাণ্ড? ফাঁদ তোমার এই দশা করেছে? ওকে ধরে দু ঘা দিতে পারলে না?

কেমন করে মারব? ওর ওপর রাগ করলে শর্ত অনুযায়ী ওকে দু ধামা টাকা দিতে হবে যে?

আচ্ছা,— ওকে জব্দ করার জন্যে অন্য কোন ফন্দি করলে হয় না?

আমার মাথায় কোন ফন্দিই আসছে না। কি যে করি?

শোন,— আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে···

কাল খুব ভোরে,— তুমি আমার সারা গায়ে, পাখীর পালক আঠা দিয়ে আটকে দেবে। আমি একটা গাছের ডালে বসে কোকিলের মত কুহু-কুহু করে ডাকব।

(চলবে)

ঠিক বলেছ। ইস্ তোমার কি বুদ্ধি! কোকিলের ডাক শুনে, ফাঁদ ভাববে- শর্ত অনুযায়ী তার যাওয়ার সময় হয়েছে। আর আমি ওকে এক ধামা টাকা দিয়ে বিদায় করে দেব।

পরের দিন খুব ভোরে, হরনদাস তার বৌয়ের সারা গায়ে আঠা দিয়ে পালক এঁটে দিল।

তারপর হরনদাসের বৌ একটা গাছের ডালে বসে কোকিলের মত ডাকতে লাগল

কু-হু.....
কু-হু...

আরে- আমি যেন কোকিলের ডাক শুনতে পাচ্ছি!

হাঁ হাঁ কি আশ্চর্য্য! কোকিলের ডাকই তো শুনতে পাচ্ছি যেন? ফাঁদ তোমার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন তুমি এক ধামা টাকা নিয়ে বাড়ী যাও।

কিন্তু ফাঁদ সে কথায় কান না দিয়ে বাগানের দিকে যায়।

একী ব্যাপার? কোকিল আবার এত বড় হয় নাকি! আরে— হরনদাসের বৌ-এর পায়ে যেমন মল, এর পায়েও তো সেই রকম মল!

এই হ্যাট হ্যাট যা এখান থেকে

উড়ছে না দেখে ফাঁদ একটা লাঠি নিয়ে তাড়া করে।

দাঁড়াও কেমন করে উড়তে হয়, তোমাকে শেখাচ্ছি।

(চলবে)

আপনি বেরিয়ে এসে দেখুন কোকিল ও নয় আসলে ও একটা মানুষ। আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম।
তাড়িয়ে দিলে! হতচ্ছাড়া, তুমি আমার বৌকে তাড়িয়ে দিয়ে এলে?
আপনার বৌকে কোকিল সাজিয়ে ছিলেন তা আমি কেমন করে জানব? আপনি রাগ করছেন?
হাঁ- আমি রাগ করছি। করব না রাগ! তুমি আমার ধান বিক্রী করেছ। আমার কুকুরটাকে তাড়িয়েছ। ভেড়াটাকে পাঁকে ডুবিয়েছ।

শেষ কালে আমার বৌকে পর্যন্ত ঘরছাড়া করে ছাড়লে? এর পরেও আমি রাগ করব না! আমি ভীষণ রেগে গেছি।

তা-বেশ-- তা বেশ! আপনি যত খুসি রাগ করুন আমার আপত্তি নেই। কিন্তু শর্ত মত আমায় দু ধামা টাকা দিয়ে দিন আমি বাড়ী যাই।

এই নাও! তোমাকে দু ধামা টাকা দিলাম। এবার আমাকে রেহাই দাও।

ফাঁদ সেই টাকা নিয়ে বাড়ী এসে, জমি জমা কিনে, মা-বাবা আর ঘুঘুর সঙ্গে বেশ সুখে বাস করতে লাগল।

শেষ